তৃতীয় পর্ব

শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

ইসলামী বসন্ত

(তৃতীয় পর্ব)

للشيخ أيمن الظواهري (حفظه الله)

হাকিমুল উম্মত, আমীরুল মুজাহিদীন

শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ)

পরিবেশনায়

ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনা ছিল ইরাক এবং শামে ক্রুসেড আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানী ফৌজ ও আমরিকানদের অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের করনীয় সম্পর্কে।

আমি সেখানে এটা জোর দিয়ে বলেছি যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ক্রুসেড শক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে টার্গেট করেছে এবং তারা ইসলাম ও মুসলিমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে।

সুতরাং এই অপশক্তি রুখতে আমরা সকল মুজাহিদীনদের সাথেই আছি যারা আমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করছে তাদের সাথে এবং যারা দুর্ব্যবহার করছে তাদের সাথেও। যারা আমাদের উপর জুলুম করছে এবং যারা ইনসাফ করছে, যারা আমাদের সম্মান নষ্ট করছে এবং যারা আমাদের সম্মান রক্ষা করছে ও যারা আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করছে এবং যারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করছে। যারা আমাদের অধিকার অস্বীকার করছে আর যারা স্বীকার করছে। যারা আমাদের সাথে অশালীন ভাষায় কথা বলছে আর যারা আমাদের সাথে সুন্দর কথা বলছে- আমরা তাদের সকলের সাথেই আছি। কেননা, বিষয়টি অনেক গুরুতর, আমাদের মধ্যকার সকল সমস্যার উর্ধ্বে। আমরা মুসলিম-উম্মাহ আজ ক্রুসেড আক্রমনের শিকার। এখন আমাদের পরস্পর একে অপরের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে এক হতে হবে।

আমার এ আহ্বানকে কেউ যেন ভুল ব্যাখ্যা না দেন যে, আমি এর মাধ্যমে বাগদাদীর খিলাফাহ মেনে নিতে বলছি।বরং আমি পূর্বের ন্যায় আবারও বলছি এবং বারবার বলছি যে, আবু বকর আল বাগদাদীর খেলাফতের ঘোষনা ভুল, এ ঘোষণা শুদ্ধ হয়নি। এ ঘোষনা শরীয়ত সম্মত-নয়। আর এটা 'খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহও' নয়। তাই তাকে বায়আত দেয়া মুসলমানদের উপর জরুরী কিছু নয়। আর এই যে আমরা ক্রুসেড শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল মুজাহিদদের এক কাতারে এসে উপনিত হতে বলছি এর মাধ্যমে আমরা বাগদাদীকে বায়আত দিতে বলছি না। বরং আমরা এ আহ্বান পূর্বেও করেছি এবং এখনও করছি যে, হে মুসলিম মুজাহিদ ভায়েরা এসো আমরা সকলে এক সাথে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে এশিয়া, রাশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এদের সকলের নেতা আমরিকার ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করি। এসো আমরা এক সাথে ইসরাইলের মোকাবেলা করি। আমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস উদ্ধার করি। এসো বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মুরতাদ ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলোর মোকাবেলা করি। সাধারণ মুসলমানদের ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসি। এসো এ সকল শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মুসলমানদের গোপন ও প্রকাশ্য শত্রু ইরানের মোকাবেলা করি। এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হয়ে ধীরেধীরে **"খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ"** প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাই।

আর এ অধ্যায়ে আমার আলোচনার বিষয় হল,খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ এবং তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শন। এখানে আমি আমার আলোচনা একেবারেই সংক্ষিপ্ত করবো। আর যে আরো বিশদভাবে জানতে চায় সে যেন ফিকহের কিতাবসমূহ দেখে নেয়। বিশেষ করে ইসলামী রাজনীতি এবং ইসলামী ইতিহাসের কিতাবগুলো

ভালভাবে দেখে নেয়। আমি এখানে সংক্ষেপে শুধু মূলনীতিগুলো আলোচনা করব। বিস্তারিত নয়। আমি এখানে উল্লিখিত বিষয়কে নিম্নোক্ত পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

১. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ কী?

২. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

৩. খলীফা নির্বাচনের শরয়ী পদ্ধতি কী?

৪. খলীফার প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য কী?

৫. কিছু সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর।

১. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ কী?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহর' সংজ্ঞা করেছেন এভাবে-

"كلُ بيعةٍ كانت بالمدينةِ فهي خلافةُ نبوةٍ".

'মদীনায় যে সকল খিলাফাহ সংঘটিত হয়েছে তাই খিলাফাতুন নুবুওয়াহ। অর্থাৎ নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ।'

ইমাম জারকাশী রহ. উক্ত সংজ্ঞার সাথে আরেকটু সংযুক্ত করে বলেন,

"هو ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، فإن عِنْدَهُ أَنَّ ما سَنَّهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ حُجَّةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا، وقال أَحْمَدُ: كُلُّ بَيْعَةٍ كانت خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ بَيْعَةَ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ كانت بِالْمَدِينَةِ وَ بَعْدَ ذلك لم يُعْقَدْ بها بَيْعَةٌ"

'এটাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাজহাব। তাঁর নিকট খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতই হল দলীল; এর উপর আমল করা ওয়াজিব। **ইমাম আহমদ বলেন, 'মদীনায় যে সকল বায়আত সংঘটিত হয়েছে তাই নববী ধারার খিলাফাহ। আর এটা জানা কথা যে, মদীনায় কেবল আবু বকর, ওমর , উসমান ও আলী রাযি. এর বায়আতই সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন বায়আত সংগঠিত হয়নি।'**

সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের বায়আতের আলোকে যে খিলাফাহ গঠন হবে তাই 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ'। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের বায়আতের আলোকে যে বায়আত গঠন হবে না তা খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ নয়। সেটা অন্য কিছু। এরপর সেটাকে যে নামে খুশী সে নামেই ডাকতে পারবেন। চাইলে

তাকে রাজতন্ত্র বলতে পারেন। জবরদখলের শাসনও বলতে পারেন। কিংবা সেটাকে বিশৃঙ্খলা ও স্বৈরতন্ত্র এবং আরো অনেক কিছুই বলতে পারেন। কিন্তু সেটাকে 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' বলতে পারবেন না।

২. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কী?

নববী ধারায় খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল: বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে শরীয়ত নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। শরীয়তের বাইরে কোন কাজ হতে পারবে না। জনগণ সর্বান্তকরণে তার প্রতি আনুগত্য করবে। যিনি খলীফা হবেন তিনি জনগণকে এই আয়াতের উপর আমলের নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَـ. يْـ. نَـهُمْ أَن يَـقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাঁরা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।'

সুতরাং, **উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কগণ যার ব্যাপারে মনে করবেন যে সে আসলে শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠা করছে না; বরং শরয়ী শাসনের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাকে বায়আত দেয়া যাবে না এবং সে যদি শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে খলীফা বলে দাবী করে তাহলেও সে খলীফা নয় এবং তার শাসন খিলাফাত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ নয়।**

ইমাম মাওয়ারদী রহ. খলীফার দশটি অলঙ্ঘনীয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. সঠিক- শুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের সংরক্ষণ।

২. বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করণ।

৩. ব্যপকভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪. ইসলামের হুদুদ, কিসাস প্রতিষ্ঠা করা ।

৫. সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

৬. শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখা।

৭. যাকাত ও সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করা।

৮. ভাতা নির্ধারণ এবং তার সুষম বণ্টন।

৯. প্রশাসনিক কাজে যিম্মাদার নিযুক্ত করা।

১০. সার্বিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার তদারকি করা।

এরপর মাওয়ারদী রহ. বলেন, 'ইমাম যখন জনগণের এ সকল হক আদায় করবে তখন এর মাধ্যমে তিনি তাঁর উপর আরোপিত আল্লাহর হক আদায় করবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার এ অবস্থা পরিবর্তন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণের উপর তার দুটি হক থাকবে- ১. তাঁর আনুগত্য করা। ২. তাকে সাহায্য করা।

সুতরাং খেলাফতের দাবীদার লোক যদি তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে এ সকল দায়িত্ব ঠিকমত আঞ্জাম দিতে না পারে- তাহলে সে খলীফা হওয়ার যোগ্য নয়।

অথচ মুসলিম অঞ্চলসমূহে তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল একেবারেই কম। তাও আবার সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেনি। যাকাত উসূল এবং তা জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়নি। সে পূর্ণ রূপে এ অঞ্চলসমূহ শত্রুমুক্ত করতে পারেনি। সেখানে তার শক্তি প্রতিনিয়ত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে। তাহলে সে কিভাবে ধারণা করে যে সে সারা দুনিয়ার সকল মুসলিম দেশসমূহের খলীফা!

অনেক মুসলিম ভূমি এমনকি তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহেও তো অন্য মুজাহিদ গ্রুপের কর্তৃত্ব চলে। সেখানে তারা শরীয়তের অনেক হুকুম বাস্তবায়ন করছে। যেমন, শরীয়তের বিচারকার্য পরিচালনা, আমর বিল মারুফ-নাহি আনিল মুনকার এবং জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও তারা সেখানে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের অঞ্চলে তার কোন কর্তৃত্ব নেই। আর তারা তাকে বায়আতও দেয়নি। তাহলে এ দাবির কী যৌক্তিকতা যে সে নেতৃত্বের অধিক হকদার। সে কেবল তার আশ-পাশের গুটি কয়েক লোকের বায়াতের ভিত্তেতে খিলাফাত দাবি করেছে। সে তো খিলাফাহ দাবির পূর্বেও মানুষের নিকট তাদের হক পৌঁছে দিতে সক্ষম হয় নি। তাহলে সে কিভাবে এখন তাদের বায়আত, আনুগত্য এবং সাহায্য কামনা করে?!

খিলাফতের দাবিদার ব্যক্তির যখন **খিলাফতের দুটি রুকন তথা- 'বায়আত এবং তার হকসমূহ আদায়ের সক্ষমতা'**অর্জিত হয়নি**।** তাহলে বেশী থেকে বেশী তাকে এটা বলা যাবে যে, সে মুসলমানদের কিছু অঞ্চল যবরদখল করে আছে। আর সেখানে তার নেতৃত্ব হল জবরদস্তির নেতৃত্ব। তার জন্য এমন কোন পদের দাবি করা কখনই ঠিক হবে না যার প্রথম শর্তই সে পূর্ণ করতে সক্ষম হয় নি। সেটা হল, বায়আত। তাহলে সে কি ভাবে দ্বিতীয় শর্তের ভার বহন করবে। অর্থাৎ, খিলাফতের হুকূক আদায়ে সক্ষম হবে।

খিলাফাহ হল এক সুমহান দায়িত্ব ও নেতৃত্বের নাম। এটা দলীল ব্যতীত শুধু দাবির নাম নয় এবং বাস্তবতা বর্জিত কোন ধারনার নামও নয়। বরং এতো এমন কিছু বাস্তবতা যা শরয়ীভাবে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য এই বাস্তব পৃথিবীতে পূর্ণ থাকতে হবে। তাহলেই এর সুফল পাওয়া যাবে। এটা আবেগ ও আকাঙ্খার নাম না যে, শুধু কিছু নাম ও পদবীর ব্যবহারেই বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। শরীয়তে কেবল বাস্তবতারই মূল্য আছে; নাম ও পদবীর কোন মূল্য নেই। এখানে যে প্রশ্নটি স্বভাবিকভাবে সামনে আসে তা হল: বাস্তবজগত যখন এখনো অনুকূলে নয় তাহলে এই নাম ও পদবী নিয়ে এতো তাড়াহুড়ো কেন?

বাস্তব কথা হল আমরা এখনো মুসলিমদের উপর আক্রমণকারী শত্রুর মোকাবেলার প্রথম ধাপে আছি। আর কিছু কিছু অঞ্চলে মুসলমানদের সামান্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু তা খিলাফাহ ঘোষণার জন্য যথেষ্ঠ নয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছি। আমাদের উচিত হবে অবাস্তব পদবী ও উপাধীর পিছে না পড়ে নিজেদের চলমান ইসলামী জিহাদের কাঠামোকে সুদৃঢ় করা, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে "ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান"।

বাস্তবতা বিবর্জিত অন্তঃসারশূন্য পদ-পদবীর পিছনে না ছুটে আমাদের উচিৎ চলমান ইসলামী জিহাদের কাঠামোকে সুসংহত করার দিকে মনোযোগী হওয়া; যার নেতৃত্বে রয়েছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।এটা না করে উল্টো তার অবাধ্যতা করা, তাদের অগ্রণীভূমিকাকে অস্বীকার করা, তার সুন্দর কর্মগুলোর কুৎসা রটনা করা- শুধু তাই নয়, ইমারার অফাদার সৈনিকদেরকেও অযৌক্তিকভাবে বায়আত ভঙ্গের উৎসাহ দেওয়া - জানতে পারি এসব কিছু কাদের কল্যাণে করা হচ্ছে? খিলাফাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পন্ন হয়েছে কিনা, না হলে অস্থায়ী ব্যবস্থা কী হতে পারে;খিলাফাহ প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী পন্থা কোনটি- এসব আলোচনায় পরে আসছি।

৩. খলীফা নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি কী?

খলীফা হওয়ার জন্য শর্ত হল, তার প্রতি মুসলমানদের সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

আর খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি দুটি-

১. উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম আলেম ও চিন্তাশীলদের পরামর্শের মাধ্যমে।

২. পূর্বের খলীফা কাউকে নির্ধারণ করার মাধ্যমে।

তবে উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সন্তুষ্টি শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি এমনই ছিল।

বুখারী শরীফে এসেছে আবু বকর রাযি. আনসারদের সামনে দলীল হিসেবে বললেন,

"وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ".

'এ বিষয়টি (খিলাফাহ) কুরাইশের এ গোত্রের জন্যই নির্ধারিত।'

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে এসেছে,

"ولن تعرفَ العربُ هذا الأمرَ إلا لهذا الحيِ من قريشٍ فهم أوسطُ العربِ دارًا ونسبًا"

'আরবরা এ বিষয়টি (খিলাফাহ) কুরাইশের লোক ব্যতীত অন্য কারো জন্য মেনে নেবে না। কেননা, তারা অঞ্চলের দিক থেকে এবং বংশের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।'

অর্থাৎ আবু বকর রাযি. তাদের সামনে এই দলীল পেশ করলেন যে, সকল মুসলমান (তখন মুসলমান শুধু আরবেই ছিল) কেবল কুরাইশের কোন লোকের প্রতিই সন্তুষ্ট হবে। কারণ, তারাই নিবাস ও নসব তথা বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ। অন্য স্থানে একেবারে এ শব্দেই হাদীস এসেছে,

أي أن عامةَ المسلمين –ويمثلُهم أهلُ الحَل والعقدِ– لهم الحقُ في أن يختاروا من بينِ من تتوفرُ فيه شروطُ الخلافةِ الشرعيةِ.

অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানের (তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন ইসলামী উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কগণ) অধিকার রয়েছে যে, তারা এমন লোককে খলীফা নির্ধারণ করবে যার মধ্যে খিলাফতের শর্তসমূহ বিদ্যমান।'

আর ঠিক এ বিষয়টি মদীনা মুনাওয়ারায় এক খুতবায় খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. স্পষ্ট করে বলেছেন,

"كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي فُلَانٍ، يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبي بكرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ. فَغَضِبَ ... شاء اللهُ– لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ ... لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا ... تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ ... الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا ... فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ –إِنْ شاء اللهُ– لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ".

إلى أن قال رضي اللهُ عنه: "فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ... بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا، حَيْثُ ... رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ".

إلى أن قال رضي اللهُ عنه:

"ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا ... فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أبي بكرٍ، مَنْ بَايَعَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا".

إلى أن قال رضي اللهُ عنه:

"فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ، حَتَّى فَرِقْتُ مِنْ الِاخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أبا بكرٍ. فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ"

‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অনেক মুহাজিরদের কেরাত পড়াতাম তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.ও ছিলেন। আমি তখন মিনায় তাঁর বাড়িতে ছিলাম আর তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর সাথে ছিলেন। এটা ছিল ওমর রাযি. এর জীবনের শেষ হজ্ব। আব্দুর রহমান আমার নিকট ফিরে এসে বললেন, ‘তুমি যদি ঐ লোকটিকে দেখতে পেতে যে আজ আমীরুল মুমিনীনের নিকট এসেছিল। সে তাঁর নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি ওমুক লোকের ব্যাপারে কী বলেন? যে বলে ‘ওমর ইন্তেকাল করলে আমি অমুককে বায়আত দিব। আল্লাহর কসম আবু বকর রাযি. এর বায়আত তো ছিল একটি আকস্মিত ঘটনা মাত্র আর এটা পূর্ণ হয়েছে।’ হযরত ওমর রাযি. তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ আজ সন্ধ্যায় আমি মানুষকে ঐ সকল লোকের ব্যাপারে সর্তক করবো যারা মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায়। আব্দুর রহমান রাযি. বলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দয়া করে এমনটি করবেন না। কারণ এই মৌসুমে অনেক সাধারণ লোক এবং উশৃঙ্খল লোক একত্র হয়েছে। নিশ্চয় আপনি যখন খুতবা দিতে দাঁড়াবেন তখন তারাই আপনার আশ-পাশে থাকবে। আর আমার ভয় হয় যে, প্রত্যেকেই আপনার কথা না বুঝে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে এবং সেটাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে।

সুতরাং আপনি মদীনায় ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নিশ্চয় মদীনা দারুল হিজরত এবং সেখানে আছে অনেক ফকীহ এবং সুধী মানুষ। আপনি নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবেন। কারণ, আহলে ইলমগণ আপনার কথা বুঝতে পারবে এবং তারা তা যথাযথ ব্যাখ্যাই করবে। অতঃপর ওমর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ আমি মদীনায় ফিরে সর্বপ্রথম যে খুতবাটি দিব তা এই খুতবাই হবে।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, অতঃপর (মদীনায় ফিরে আসার পর) ওমর রাযি. মিম্বরে উপবেশন করলেন এবং যখন মুয়াজ্জিন আজান শেষ করলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার পর বললেন, ‘আজ আমি আপনাদেরকে এমন একটি কথা বলবো যা বলা আমার দায়িত্ব। মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু সমাগত! সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কথা ভালভাবে বুঝতে পারবে সে যেন তা তার সাধ্যমত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। আর যে বক্তব্য যথযথ বুঝতে পারবে না তাহলে আমি এমন কাউকে আমার নামে মিথ্যা প্রচারের অনুমতি দেই না।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, ‘আমার নিকট এ সংবাদ এসেছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে এক লোক এমনটি বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম ওমরের ইন্তেকালের পর আমি অমুককে বায়আত দেব। কেউ যেন এর দ্বারা ধোকায় না পড়ে যে, ‘আবু বকর রাযি. এর বায়আত ছিল আকস্মিক বায়আত। আর তা শেষ হয়েছে’। হ্যাঁ এটা এমনই ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা একে মন্দ থেকে হেফাজত করেছেন। **আর তোমাদের মধ্যে তো আবু বকর রাযি. এর মত জনপ্রিয় কেউ নেই। যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কারো হতে বায়আত হল, তাদের কারো (বায়আত দাতা ও গ্রহীতা) বায়আত কার্যকর হবে না। কারণ, তাদের উভয়েই হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে।**

তখন অনেক শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছিল—না জানি বিশৃঙ্খলা বেধে যায়। তাই আমি বললাম, হে আবু বকর আপনার হাত প্রসারিত করুন। অতঃপর তিনি তার হাত প্রসারিত করলেন আর আমি তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করলাম অতঃপর মুহাজিরগণ বায়আত গ্রহণ করলেন তারপর আনসারগণ বায়আত গ্রহণ করলেন।'

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার মধ্যে এসেছে,

"... إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ، أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكرٍ فَلْتَةٌ، وَإِنَّمَا كَانَتْ فَلْتَةً، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، إِنَّهُ لاَ خِلَافَةَ إِلاَ مَشُورَةٍ"

'আমি জানতে পেরেছি কিছু মানুষ বলাবলি করে, 'আবু বকরের বায়আত ছিল আকস্মিক ঘটনা'। হ্যাঁ এটা আকস্মিকই ছিল। কিন্তু আল্লাহ এর মন্দ থেকে রক্ষা করেছেন। **জেনে রেখো, মশওয়ারা ব্যতীত কোন খিলাফাহ নেই।**

মুসনাদে আহমদে এসেছে,

"فمن بايعَ أميرًا عن غيرِ مشورةِ المسلمين فلا بيعةَ له ولا بيعةَ للذي بايعَه تغرةً أن يقتلا"

'যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত কোন আমীরের বায়আত দিল। তাহলে বায়আত দাতা ও গ্রহীতা কারো বায়আত কার্যকর হবে না। কারণ, এরা উভয়েই হত্যাযোগ্য কাজ করেছে।'

আশা করি আপনারা ওমর রাযি. এর এই খুতবা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করবেন। তাঁর খুতবাটি ছিল উম্মাহর নেতৃবর্গ, মদীনার অনেক ফকীহ, চিন্তাবিদ আলেমদের সামনে। যেমনটি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ওমর রযি. কে সতর্ক করেছিলেন। আর ওমর রাযি. মুসলমানদেরকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং আকলমন্দ এটা পৌঁছে দিতে বলেছেন। এটা অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা যা বহু সাহাবায়ে কেরামদের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে। আর এরাই হলেন **"আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ"।** যারা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়ক। তাদের কেউই এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেননি। এটা সাহাবায়ে কেরামের ইজমার মতই। কারণ, এতে কেউই ভিন্নমত পোষণ করেননি।

ওমর রাযি. এই গুরুত্বপূর্ণ খুতবাটি দিয়ে ছিলেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে।

১. যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত বায়আত নিবে সে মুসলমানদের হক ছিনতাই করল।

২. যে ব্যক্তি এমনটি করবে তার ব্যাপারে উম্মাহকে সর্তক থাকতে হবে।

৩. তাদের বায়আত দেওয়া এবং নেওয়া কোনটিই সঠিক নয়।

৪. তার নির্দেশের অনুসরণ করা কারো জন্য জরুরী না।

৫. আবু বকর রাযি. এর বায়আত ছিল আনসার ও মুহাজিরদের সর্ব সম্মতিক্রমে।

৬. বায়আত সংঘটিত হবে উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানয়কদের ঐক্য মতের ভিত্তিতে। নাম পরিচয়হীন কিছু মূর্খ ও অপরিচিতদের মাধ্যমে নয়। আর সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেমগণ তখন মদীনাতেই ছিলেন।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে আরো এসেছে, ওমর রাযি. বলেন- الإمارةشورى ইমারা মজলিসে শুরার মাধ্যমে গঠিত হয়।

ইমাম বায়হাকী রহ. সুনানে কুবরাতে উল্লেখ করেছেন, ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. মৃত্যুর পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দের উদ্দেশ্যে করে বলেন,

"أَمْهِلُوا فَإِنْ حَدَثَ بِى حَدَثٌ فَ.لْيُصَلِّ لِلنَّاسِ صُهَيْبٌ مَوْلَى بَنِى جُدْعَانَ ثَلاَثَ لَيَالٍ، ثُمَّ اجْمَعُوا فِى الْيَ.وْمِ الثَّالِثِ أَشْرَافَ النَّاسِ وَأُمَرَاءَ الأَجْنَادِ فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ،فَمَنْ تَأَمَّرَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاضْرِبُوا عُ نُ.قَهُ"

'যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে তোমরা তাড়াহুড়া করো না। বনী জাদআনের গোলাম সুহাইব তিন দিন ইমামতি করবে। অতঃপর তৃতীয় দিনে শ্রদ্ধাভাজন আলেম, সুধী জনতা ও সেনাপতিরা মিলে তোমাদের একজনকে আমীর নির্ধারণ করবে। **আর পরামর্শ ব্যতীত যে আমীর হবে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।**'

বুখারী শরীফে এসেছে, উসমান রাযি. এর বায়আতের সময় আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. আলী রাযি. কে বললেন,

" أَمَّا بَ.عْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَ.لَمْ أَرَهُمْ يَ.عْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَ.فْسِكَ سَبِيلًا. فَ.قَالَ: أُبَايِعُكَ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَ.تَ.يْنِ مِنْ بَ.عْدِهِ، فَ.بَا يَ.عَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَا يَ.عَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِوَالْمُسْلِمُونَ".

'হে আলী! আমি মানুষের মতিগতি লক্ষ করেছি অতঃপর আমার কাছে উসমানের সমকক্ষ আর কাউকে মনে হয়নি। সুতরাং তুমি কিছু মনে করো না। তখন হযরতআলী রাযি, বললেন, আমি তার হাতে বায়আত দিচ্ছি আল্লাহ তাঁর রাসূলের বিধান মেনে এবং পূর্বের দুই খলীফার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এর পর আব্দুর রমান এবং মুহাজির আনসার ও সেনাপতিগণসহ সর্বসাধারণ সবাই উসমান রাযি. এর হাতে বায়আত দেন।'

এই হাদীসে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য পেয়েছি। তাহলো শুধুমাত্র খিলাফাতের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলেই সে খলীফা হতে পারবে না। যতক্ষণ না উম্মাহর পক্ষ থেকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গরা তাকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করে। একটু লক্ষ করে দেখুন, ওমর রাযি. যে, ছয় জনকে নির্ধারন করে ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিল খলীফা হওয়ার যোগ্য। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আলী এবং উসমান রাযি. কে নির্বাচন করা হয়েছে।

অতঃপর এ দুজনের মধ্য থেকে উসমান রাযি. কে খলীফা বানানো হয়েছে। আলী রাযি. কিন্তু খলীফা হওয়ার অযোগ্য ছিলেন না। এ কথা বলার সাহস কার যে, তিনি ছিলেন খিলাফতের অযোগ্য; বরং তাঁর মধ্যেও খিলাফতের যোগ্যতা ছিল। কিন্তু উম্মাহ তাকে খলীফা না বানিয়ে অন্য আরেকজন খিলাফতের যোগ্য লোককে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

এই হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সিরাত। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট করতে পেরেছি যে, পুরো উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবর্গ, আলেম ও চিন্তানায়কগণ। তাঁরা কোন বিষয় গ্রহণ করলে উম্মাহ সেটাকে গ্রহণ করে নিবে। আর তাঁরা কোন বিষয় ত্যাগ করলে পুরা উম্মাহ সেটাকে ত্যাগ করবে। সুতরাং তারাই খিলাফতের যোগ্য লোকদের বাছাই করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোওয়া এটাই ছিল এবং তিনি রাফেজীদের দাবিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাফেজীরা আবু বকর রাযি. এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে যে, আবু বকর রাযি. কে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দের মধ্য থেকে মাত্র অল্প কজন বায়আত দিয়েছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. হিলাকারী রাফেজীদের এ কথাকে খন্ডন করে বলেন,

"ولو قُدر أن عمرَ وطائفةً معه بايعوه، وامتنع سائرُ الصحابةِ عن البيعةِ لم يصرْ إمامًا بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعةِ جمهورِ الصحابةِ، الذين هم أهلُ القدرةِ والشوكةِ.

....

فمن قال إنه يصيرُ إمامًا بموافقةِ واحدٍ أو اثنين أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرةِ والشوكةِ فقد غلط.

....

فجمهورُ الذين بايعوا رسولَ اللهِ –صلى اللهُ عليه وسلم– هم الذين بايعوا أبا بكرٍ.

.....

وأما عمرُ فإن أبا بكرٍ عهِد إليه وبايعه المسلمون بعد موتِ أبي بكرٍ، فصار إمامًا لما حصلت له القدرةُ والسلطانُبمبايعتِهم له.

......

فيقالُ أيضًا عثمانُ لم يصرْ إمامًا باختيارِ بعضِهم بل بمبايعةِ الناسِ له، وجميعُ المسلمين بايعوا عثمانَ بنَ عفانَ، ولم يتخلفْ عن بيعتِه أحدٌ.

.....وإلا فلو قُدر أن عبدَ الرحمنِ بايعه، ولم يبايعْه عليٌّ ولا غيرُه من الصحابةِ أهلِ الشوكةِ لم يصرْ إمامًا"

‘যদি এটা ধরে নেয়া হয় যে, ওমর রাযি. এবং হাতে গোণা কয়েকজন তাঁকে (আবু বকর রাযি. কে) বায়আত দিয়েছিলেন। আর অন্য সকল সাহাবী রাযি. তাকে বায়আত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। তাহলে তো সে এর

মাধ্যমে ইমাম হতে পারতেন না। বরং তিনি অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের বায়াতের মাধ্যমে ইমাম হয়েছেন। যারা ছিলেন প্রভাবশালী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। যারা বলে যে, তিনি ইমাম হয়েছেন দুই চারজন লোকের বায়াতের ভিত্তিতে এবং তারা আসলে প্রভাবশালী এবং সর্বসজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ নয় তাদের কথা ঠিক নয়। যে সকল জমহুর সাহাবীগণ রাসূল সা. এর কাছে বায়আত দিয়েছেন তারাই আবু বকর রা. এর কাছে বায়আত দিয়েছেন। আর ওমর রাযি. কে আবু বকর রাযি. নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সকল মুসলমানগণ তাকে (ওমর রাযি. কে) বায়আত দিয়েছেন তো সে একজন প্রভাশালী ইমাম হয়েছেন। আর তাঁর (আবু বকর রাযি.) মৃত্যুর পর তারা যদি তাকে বায়আত না দিতেন তাহলে তিনি ইমাম হতে পারতেন না। যদি বলা হয় যে, শুধু মাত্র আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ওসমান রাযি. কে বায়আত দিয়েছেন। আর আলী রাযি. সহ কোন সাহাবীই তাকে বায়আত দেননি। তাহলে তিনি ইমাম হলেন কিভাবে?'

আমি ঐ ব্যক্তিদের বলছি যারা মনে করে যে, 'খিলাফাতুন নুবুওয়াহ' সংঘটিত হবে অল্প কিছু অপরিচিত লোকের বায়আতের মাধ্যমে, উম্মাহ যাদের ব্যাপারে কিছুই জানে না। অতঃপর তারা আলেম-ওলামা ও মুজাহিদীনসহ সকল মুসলমানের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তারা 'খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' মানে না। আমি তাদেরকে বলছি, 'আপনারা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন তা আসলে 'রাফেজী মোতাহের হিলী'র সাথে পুরাপুরি মিলে যায়। যারা আবু বকর রাযি. এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে, অল্প কিছু সাহাবা ব্যতীত আবু বকর রাযি. কে আর কেউ বায়আত দেয় নি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এমন চিন্তা-দর্শনকে কড়াভাবে রদ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের বায়আত সংঘটিত হয়েছে উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম, সুধীজন ও চিন্তাশীলদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে অথবা সকল সাহাবাদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে। সুতরাং যারা মনে করে অজ্ঞাত অখ্যাত কিছু লোক উম্মাহর বিরুদ্ধে গিয়ে কাউকে বায়আত দিলে তা শরয়ী ভিত্তি পেয়ে যাবে। তারা প্রকারান্তরে রাফেজী মোতাহের হিলি ও তার অনুসারীদের পক্ষেই প্রমাণ দাড় করাচ্ছেন। তারা কি ভেবে দেখবেন কেমন জটিল সমস্যায় তারা জড়াচ্ছেন। এক দিকে রাফেজীদের বিরোধিতা অন্য দিকে নিজেদের চিন্তা-দর্শনে তাদেরই পক্ষে দলীল দাঁড় করানো। অদ্ভুত স্ববিরোধী কর্মকান্ড!!

বায়আত (আনুগত্যের চুক্তি) সংঘটিত হয় সন্তুষ্টির মাধ্যমে, বাধ্য করে বায়আত হয় না। **আর এ কারণেই ইমাম মালেক রহ. মদীনা বাসীদের ব্যাপারে ফতোওয়া দিয়ে ছিলেন-**

أن بيعاتِهم للمنصورِ باطلةٌ، لأنها بيعاتٌ تمت بالإكراهِ

'মানসুরের প্রতি তাদের বায়আত বাতিল। কেননা এই বায়আত জোরপূর্বক সংঘটিত হয়েছে।'

ইবনে কাছীর রহ. ১৪৫ হিজরীতে মদীনা বাসী কর্তৃক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে বায়আত দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন,

"وقد خطب محمدٌ بنُ عبدِ اللهِ أهلَ المدينةِ في هذا اليومِ، فتكلم في بني العباسِ وذكر عنهم أشياءَ ذمهم بها، لم ينزلْ بلدًا من البلدانِ إلا وقد بايعوه على السمعِ والطاعةِ، فبايعه أهلُ المدينةِ كلُهم إلا القليلَ. وقد روى ابنُ جريرٍعن الامامِ مالكٍ: أنه أفتى الناسَ بمبايعتِه، فقيل له: فإن في أعناقِنا بيعةً للمنصورِ، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكرهٍ بيعةٌ.فبايعه الناسُ عند ذلك عن قولِ مالكٍ"

'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ মদীনাবাসীকে উদ্দেশ্য করে ভাষণে বনী আব্বাসীদের অনেক দোষ উল্লেখ করার পর বললেন, সে যে অঞ্চলেই প্রবেশ করেছে সেখানকার লোকেরা তাকে আনুগত্যের বায়আত দিয়েছে। অতঃপর অল্প কিছু লোক ব্যতীত সকল মদীনাবাসী তাকে বায়আত দিয়েছিল।'

ইবনে জারীর ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে বলেন,

أنه أفتى الناسَ بمبايعتِه، فقيل له: فإن في أعناقِنا بيعةً للمنصورِ، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكرهٍ بيعةٌ.فبايعه الناسُ عند ذلك قولِ مالكٍ

'তিনি (ইমাম মালেক রহ.) তাকে (মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে) বায়াতের ব্যাপারে ফতোয়া দিলেন। তখন তাকে বলা হল, তারা তো ইতিপূর্বে মানসুরকে বায়আত দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা বাধ্য ছিলে আর বাধ্যকারীর বায়আত গ্রহণযোগ্য নয়। তখন ইমাম মালেক রহ. এর ফতোয়ায় সবাই তার হাতে বায়আত হন।'

ফুকাহায়ে কেরামের উপরোক্ত দলিলের সাথে আমরা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত একটি ঘটনাও মিলিয়ে দেখতে পারি। ঘটনাটি আব্বাসী খলীফা মুস্তানসির এর হাতে বায়আত সংক্রান্ত। তাতারীদের হামলায় আব্বাসী খেলাফতের পতনের সাড়ে তিন বছরের মাথায় মুস্তানসির বিল্লাহ ৬৫৯ হিজরীতে যখন মিসরে আগমন করেন, তখন মিসর ও শামের সুলতান রুকনুদ্দীন বেবরিস ও সুলতানুল ওলামা শায়েখ ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালামসহ নেতৃস্থানীয় আলেমরা তাঁর হাতে বায়আত দেন। ইসলামী ইতিহাসের এ দিনটি ছিল আবিস্বরণীয়। অথচ, খলীফা মুস্তানসিরের বায়আতের এক বছর পূর্বে ৬৫৮ হিজরীতে খলিফা **"হাকেম বি আমরিল্লাহকে"** হলবের অধিপতি এবং স্বল্প সংখ্যক মুসলিম জনতা খলীফা হিসেবে বায়আত দেন। কিন্তু মিসর ও শামের সুলতান এবং বরেণ্য আলেমগণ একে স্বীকৃতি না দিয়ে খলীফা মুস্তানসির এর হাতে বায়আত দেন। আর এটিই ছিল যৌক্তিক। কারণ, মিসরই ছিল তখন ইসলামী শক্তির প্রাণকেন্দ্র। তাই সুলতানই মিসর, শাম, হলব, হেজায ও লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের হর্তাকর্তা। তাছাড়া, বিশ্ব-বাণিজ্যিক লেনদেনও তাঁর কর্তৃত্বে ছিল। এতো ছিল বস্তুগত দিক। আর নীতিগতভাবেও তিনিই যোগ্য ছিলেন। কারণ, তিনি হারামাইন শরীফাইন ও মসজিদে আকসা- এ তিন মসজিদের তত্ত্বাবধায়কও

ছিলেন। তাছাড়া, তৎকালীন সময়ে মিসরই ছিল সিংহভাগ আলেম-উলামা ও সুধী জনতার আবাসস্থল। অতঃপর ‘হাকেম বি-আমরীল্লাহ’ও খলীফা মুস্তানসির এর হাতে বায়আত দেন।

এ ঘটনা থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, বিশিষ্ট আলেমগণ যেমন- সুলতানুল উলামা ইযুদ্দীন আব্দুস সালাম, হাকেম বি-আমরীল্লাহর হাতে গুটি কয়েক লোকের বায়আতকে স্বীকৃতি দেননি। ইতিহাসের এ ঘটনাটি যদিও শরয়ী দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না, তবে আলোচ্য বিষয় বুঝতে সহযোগিতা হবে নিশ্চয়।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আরো যা বুঝা যায় তা হল- মুস্তানসির বিল্লাহ খলীফা হিসেবে বায়আত লাভের পর শাসন ক্ষমতা সুলতান বেবরিসের কাছে হস্তান্তর করেন জনসমক্ষে। এ ঘটনা আমাদের এ প্রেরণাই যোগায় যে, আমরাও কোন গোপন বায়আতে অংশ নেওয়ার পূর্বে এর যথার্থতা বিবেচনায় এনেই যেন সিদ্ধান্ত নেই। কারণ, আমরা যখন দেখি খিলাফতের দাবিদার ব্যক্তি তিনি যে কথা বলছেন, তার অনুসারীরা ভিন্ন কিছু বলছেন, তখন সঙ্গত কারণেই আমরা বিভ্রান্ত হই- তিনি কি স্বীয় অনুসারীদেরই বিরোধিতা করছেন, না নিজেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন? না তার অতিউৎসাহী অনুসারীরা তার নামে এসব আজগুবি বিষয় রটাচ্ছে?

শর্তযুক্ত বায়আতের অতি সাম্প্রতিক নজির স্থাপন করে গেছেন শায়েখ আবু হামজা আল- মুহাজের রহ.। শায়েখ আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ. এর হাতে তিনি বায়আত দেন এ শর্তেযে, শায়েখ আবু ওমর আল-বাগদাদী শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর অনুগামী হতে হবে।’ যার ফলে শায়েখ আবু ওমর বাগদাদীও আমীরুল মু’মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের হাতে বায়আতের বন্ধনে যুক্ত হয়ে যাবেন। শায়েখ আবু ওমর বাগদাদী রহ.ও তা সাদরে মেনে নেন। এ বিষয়টি স্বয়ং শায়েখ আবু হামজা আল মুহাজের রহ. আমাদের পত্রযোগে অবহিত করেন।

৪. খলীফার প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য কী?

ফুকাহায়ে কেরাম খলীফার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি এখানে মাত্র একটি শর্ত উল্লেখ করব। যা বর্তমানে মানুষ প্রায় ভুলেই গেছে। আর এই শর্তটি হল ‘আদালত’। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই একটি মাত্র শর্তের মধ্যেই অন্য সকল শর্ত চলে এসেছে।

‘আদালাত’ তথা ন্যায়পরায়নতা এটি এমন একটি শর্ত যা শরীয়তের প্রতিটি দায়িত্বের জন্যই অপরিহার্য। অর্থাৎ আদালত ছাড়া শরীয়তের কোন দায়িত্বই গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ কারণে এটা বিশিষ্টজন হওয়ার পূর্বশর্ত। এবং খলীফা প্রার্থির জন্যও শর্ত। সুতরাং, কোন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা যার আদালাত প্রশ্নবিদ্ধ সে শরয়ী কোন দায়িত্ব গ্রহণেরই যোগ্য নয়। প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তি খলীফা তো দূরের কথা বিশিষ্টজনের কাতারেই পড়ে না। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

'যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন; (তখন তার পালনকর্তা) বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব'। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছবে না।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহ. খুয়াইজ মানদাদ রহ. এর একটি উক্তি নকল করেন। খুওয়াইজ মানদাদ রহ. বলেন,

وكلُ من كان ظالمًا لم يكنْ نبيًا ولا خليفةً ولا حاكمًا ولا مفتيًا، ولا إمامَ صلاةٍ، ولا يُقبلُ عنه ما يرويه عن صاحبِ الشريعةِ، ولا تُقبلُ شهادتُه في الأحكامِ

'জালেম ব্যক্তি নবী হতে পারবে না। খলীফা হতে পারবে না। হাকীম হতে পারবে না। মুফতী হতে পারবে না। এবং নামাজের ইমামও হতে পারবে না। তার বর্ণিত কোন হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয় এবং আহকামের ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।'

সুতরাং যার আদালাত নষ্ট হয়ে গেছে সে শরীয়তের কোন 'দায়িত্ব' লাভের অযোগ্য। যেমন: খিলাফাত, ইমামত, গ্রহণযোগ্য ইমাম ও আলেম। আদালত বিনষ্ট হওয়ার উদাহরণ হল যেমন, সে দায়িত্ব নেওয়ার পর শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করে না। মিথ্যা বলে। অথবা, চুক্তি ভঙ্গ করে। অথবা তার আমীরের অবাধ্যতা করে। মুসলমানদের তাকফীর করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাদের রক্ত ও সম্মান নিয়ে খেলা করে আর আপোষহীন সত্যবাদী আলেমগণের অবস্থান তার সম্পূর্ণ বিপরীতে।

সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আর সর্বপ্রথম আমার নিজের প্রতিই আমার অনুরোধ ও নসিহতঃ

'কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের পূর্বে নিশ্চিত হোন, সে ইসলামের শত্রু, হত্যাযোগ্য কিনা ? জেনে রাখুন, আপনার আমীর আপনাকে তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করছে কিনা? অথবা কর্তৃত্ব গ্রহণ বা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে তাকে দমনের জন্য আপনি ব্যবহৃত হচ্ছেন কিনা? ভুলে যাবেন না, কিয়ামতের দিন আপনার আমীর আপনার কোনই কাজে আসবে না। আপনার রবের সামনে আপনাকেই দাড়াতে হবে এবং আপনার নিজের প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে। কারো ব্যপারে নিশ্চিত হওয়া ব্যতীত তাকে তাকফীর করবেন না। চরিত্রহীন, সুযোগবাদী লোকে পরিণত হবেন না। জেনে রাখবেন, কিয়ামতের দিন আপনার হিসাব আপনাকেই দিতে হবে। আপনার আমীর আপনার কোন উপকার করতে পারবে না। বরং সে তো নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষি থাকবে। কোরআনের এই আয়াতকে স্বরণ করুন! আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾.

‘যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম; তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।’

রাসূল সা. এর এই হাদীসটি স্বরণ করুন! ওসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ –صلى اللهُ عليه وسلم– إِلَى الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَكَفَّ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي، حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم، أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ". قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ

‘রাসূল সা. আমাদেরকে হুরাকার দিকে প্রেরণ করলেন। আমরা সেখানে সকাল বেলা এক গোত্রের উপর আক্রমণ করলাম এবং তাদেরকে পরাজিত করলাম। অতঃপর আমি এবং এক আনসার তাদের এক লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা যখন তাকে ধরাশায়ী করে ফেললাম তখন সে لاإلهإلاالله পড়ল আর তখন আনসার সাহাবী বিরত হয়ে গেল আর আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলাম। অতঃপর আমরা যখন মদীনায় ফিরে আসলাম রাসূল সা. এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছল। তখন রাসূল সা. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওসামা! সে لاإلهإلاالله পড়ার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে! আমি বললাম সে, তো আত্মরক্ষার জন্য এটা পড়েছে। **কিন্তু রাসূল সা. এ কথা এতোবার বলছিলেন যে আমার মনে হতে লাগলো যে, আমি যদি এ ঘটনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে পরে মুসলমান হতাম (অর্থাৎ পূর্বে মুসলমান না হয়ে তখন মুসলমান হলে তো আর আমার দ্বারা এ অপরাধটি সংঘটিত হতো না)।’**

وآخر دعوانا أن الحمدُ للهِ ربِ العالمين، وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وآلِه وصحبه وسلم.
والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه